রামবসু, হরুঠাকুর,

প্রভৃতি

কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ.

"কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর
উদাসিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি,
আমার মাথা খাও।"

হরুঠাকুর।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. G. CHATTERJEA & Co.

MIRZAPORE, SITARAM GHOSE'S STREET No. 31.

1862.

মূল্য ১ একটাকা মাত্র।

রামবসু।

শালিখা গ্রাম রামবসুর জন্ম স্থান। রামবসুর উপর প্রাচীন লোকদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে তাঁহার রচনার প্রতি বিরোধি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমাদিগের কেবল উপহাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। তবে তাঁহার চরিত্রগত দোষের উল্লেখ করিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই যেহেতু রামবসুর বিরহ ভক্ত প্রাচীন মহাশয়েরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে পারে না!! সে যাহা হউক রাম বসুর সমকল জাত ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি বিবেচনা করিলে,

"ঘরের ধনে ফেলে প্রাণ, পরের ধনকে আগুলে" বেড়াও।

নাহি জ্ঞান ঘর বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা, সতীকে কোরে নিরাশা, অসতীর আশা পূরায়। ”

গান রচনা জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া ... না। রামবসুর কবিত্ব শক্তি ছিল, ফলতঃ হরুঠাকুর ভিন্ন ইনি আরার সকল কবিওয়ালাদিগের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

রামবসু ৪২ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গলা ১২৩৫ কিম্বা ৩৬ সালে লোকান্তরিত হয়েন।

রামবসু।

—•○•—

সপ্তমী।

মহড়া

তবে নাকি উমার্ তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ। ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে ।।
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব্ শুনেছে।
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী,
আস্‌তে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বসে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

চিতেন।

তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই ।।
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।

উমা চন্দ্র বদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা মা বোলে ।।
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ।

অন্তরা ।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে ।
তোমারো কি মনে, হোতা না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ।

চিতেন ।

আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন ।
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারি হীন, যেন মীন ।।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে,
আন্‌তে তো যেতে হয় ।
যেন মা হীনা কন্যা, তিন্ দিনের জন্যে,
এলো হে হিমালয় ॥
মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥

মহড়া ।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই ।

উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজ-
রাজেশ্বর, হোয়েছেন জামাই ॥
শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর
এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের
কালে, সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব, কুবের
ভাণ্ডার তার ॥
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ কাননে, যুড়াবার ঠাঁই।

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব
না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে
শিবো পরিবার ॥
এখন্ যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেলো।
আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ,
ব্যাগ্রা হোয়ে দাঁড়ালো ॥
বলে, তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীরো দুখো ভাব্তে হবে নাই।

অন্তরা।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্,
সদাই হোতো মনে।
ভিখারির ভাগ্যে, পোড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে॥
দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি, যে সুখো
হয় আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি
জানিবে আর।
যদি পথিকে কেউ বলে; ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অম্‌নি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হোয়ে বিভোর॥
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপ্‌না ভুলে যাই॥

অন্তরা।

এই খেদ হয়, সকল্ লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গের
দুর্গতি একি প্রাণে সয়॥

চিতেন।

তুমি যে কয়েছ্ আমায় গিরিরাজ্,
কত দিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেল সম, মম হৃদয়ে গাঁথা ।।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণারো কার্ত্তিক,
ধূলায় পোড়ে লুটাতো ।।
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি
এখন্ অন্ন অনেককে বিলাই।

মহড়া।

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা,
ভিখারি হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল্,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে ।।
শুনে জামাতার দুখ্, খেদে বুক বিদরে ।।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী,
কনক বরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকোল্ পরা।

আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে।

চিতেন।

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র রাণী,
করুণা বচনে কয়।
উমা মা আমার, সুবর্ণ লতা,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥
মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে,
প্রাণ কাঁদে দিবেনিশি।
আমি অচল্‌নারী, চলিতে নারি,
পারিনে যে, দেখে আসি॥
আছি জীবনমৃত হোয়ে, আশাপথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে।

অন্তরা।

মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,
শুনে লাজে মোরে যাই।
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই॥
মাখে অঙ্গেতে ছাই।

চিতেন।

তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,

কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ
সে দুখো ঘুচাতে নারো।। (অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন্ হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।।
কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তার তাচ্ছল্য, করা নয়।
আঁচল্ ধোরে তারা।
বলে হিমা, কিমা, মাগো, ওমো,
মা বাপের কি এমনি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।।

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার তারা ধন।।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।।

অম্‌নি দু বাহু পশারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি আমি নয়।।

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা।
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে,
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্ম ব্যথা পাই,
কর্ম্ম সূত্রে সদা স্নেহে টানে।।

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না,
দেখে দারুণ পাষাণ।
আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ।।
তোমার তো নাই স্নেহ।
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,
পবিত্র হোক্‌ পাষাণ দেহ।।
আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন্‌ দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়।।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

মান্‌ কোরে মান রাখতে পারিনে।

আমি যে দিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই
দেখ্‌তে পাই, সজল আঁখি জলধর বরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে ।।
আমি কৃষ্ণ প্রাণা রাধা,
কৃষ্ণ প্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা,
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেম ধারা দুনয়নে ।।

চিতেন

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, করি মান্।
রাখি মন্‌কে বেঁধে, শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যামকে হের্‌ব না আর সখী।
বোলে চক্ষু মুদে থাকি ।।
সে রূপ অন্তরেতে দেখি। কৃতাঞ্জলি, বনমালি,
বলে স্থান দিও রাই চরণে ।। (অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

শ্যাম কাল মান কোরে গ্যাছে, কেমন আছে,
দূতি দেখে আয়।
কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হোয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায়।

ছলে আমার মন ছলেছে,
আগে বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে, চোখে দেখে গো,
কয়্‌ কি, না কয়্‌ কথা ডেকে ।।
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়্‌ অপ্রণয়,
অম্‌নি সেধো গো ধোরে ছুটি রাঙ্গা পায় ।।

চিতেন ।

সাধ্‌ কোরে কোরেছিলেম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হোলো অপমান,
শ্যাম্‌কে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না, রেখে মান ।।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে পাছে চন্দ্রবলীর নব রাগে ।।
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায় ।।

অন্তরা ।

যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি কর্‌বে এ মানে ।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমান,
মানিনী হয়েছি যার মানে ।।

চিতেন ।

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান, সেই পক্ষে
রাখ্‌তে হয় সম্মান ।

রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান, অপমান ।।
এখন মানান্তে প্রাণো জ্বলে; জলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ।
আমার সেই কালো জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ।

মহড়া ।

এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি, এসেছে
শ্রীমতীর কুঞ্জে ।
শুণো শুণো, স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার
শ্রীপদে ভুঞ্জে ।।
কৃষ্ণ বই, কে আর বস্‌তে পারে সই,
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন শ্রীকান্ত ।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ।।
আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ।

চিতেন ।

বসন্ত আসিতে গোপিকার, কেন প্রাণ জুড়ালো ।
জ্ঞান হয়, ঋতু নয়, দয়াময় মাধব এলো ।।

দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ।
মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে, ডাকিতেছে সই ।।
আরো কমলিনীর কমল চরণে ধোরে,
সুখে গানো করে অলিপুঞ্জে।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

আছে খৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে,
শ্যাম কি ধারো কিছু তার।
হোয়ে আমাদের ভুপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালি কোরে ছিলে কোন রাজার ।।
প্রেমধার ধার তুমি কার,
খতে লেখা রোয়েছে ওহে শ্রীহরি।
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।
মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই, ঢেরা সই আর হবে কার।

চিতেন।

ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে,
দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন রমণীর কাছে,

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

ওহে একালো, উজ্জ্বলো, বরণো,
তুমি কোথা পেলেং।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে ॥
যে বলে সে বলে, বলুকো কালো।
আমার নয়নে লেগেছে ভাল,
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পূজিতাম জবা বিল্বদলে।

চিতেন।

আরোতো আছে হে, অনেকো কালো,
এ কালো নহে তেমন।
জগতের মনোরঞ্জন্।
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালো চরণে, বিকায়েছি,
যে বিনি মূলে।

অন্তরা।

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এইত জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালত্ব গেলহে কৃষ্ণ,

তোমারে হেরে কালো।
এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া,
সুন্দরো নাহিক আর।
কালো রূপ জগতের সার।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিকো হেরি,
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি।
কালো রূপে আলো করেছে সদা,
মোহিতো হয়েছে সকলে ॥

অন্তরা।

একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ্।
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন্।

চিতেন।

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল,
কালোতো নীলকমল।
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে,
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে।
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবন মণ্ডলে ॥

মহড়া।

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিলে স্থির নির্ণয় করিতে।
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি, নির্ম্মলো
যমুনা জলেতে।

চিতেন।

নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি, আজ একি দেখ দেখি।।
জলে কি এমনো, দেখেছো কখনো,
বল দেখি ওগো ললিতে।

অন্তরা।

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলো মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত্ তমালো, বৃক্ষ যারো কালো,
ঐ ছায়া কি ইথে।

চিতেন।

আরো সখি, কালোচাঁদ কি আছে।
গগন মণ্ডলে, কিং পাতালে রয়েছে।।

বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি, উদয় হয়,
দিবসেতে ।।

মহড়া ।

ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে ।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে ।
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিণী বলিয়ে ।

চিতেন ।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই ।
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আমরি সই ।।
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ।।
(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা ।
আমি কালো ভালবাসি বোলে, আমায় ভাল
কেউ বাসে না ।
আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা ।

নাহি কোন সম্পদো আমার, কেবল দিবেনিশি
ঐ ভাবনা।

চিতেন।

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগি, হোলেম
কালাচাঁদ।
রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ ॥
আমায় যে আমার বলে শ্যাম,
এমন দুখের দোশর কোই মেলেনা ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

কেন আজ কেঁদে গেল বংশিধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়, সাধের কালাচাঁদকে
কি বোলেছে ব্রজকিশোরী ॥

চিতেন।

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই, সুধাই গো তোমায় ॥
মনিহারা ফনিপ্রায় মাধব তোমার,
প্রিয়দাসী বোলে, বদন্ তুলে,
চাইলে না একবার ॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,

দেখে মুখো,ফাটে বুকো, আমরি মরি ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

দ্বারী একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বোলে,
আছে বোসে রাজ পথে।
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে ॥
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ্ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন্ দয়া হয়।
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে।

চিতেন।

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজ্‌দ্বারে
দাঁড়ায়ে কয়।
মধুর্ রাজ্যের্ অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাইতে এলেম
কংসালয়।
মনে অন্য অভিলাষো নাই।
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই ॥
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি, বিনতি করি
ধরি করেতে।

অন্তরা।

তাই এত তোয়্ বিনয় কোরে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী।
তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালো বরণ ফনি,
আম্মরা সেই জ্বালায় জ্বলি ।।

চিতেন।

বিষে না মানে জলসার, হয়েছে যে রাধার,
আর ত না দেখি উপায়।
মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী,
তাই যে এলেম্ মথূরায়।
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,
রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষো নির্ব্বিষো হয়,
কৃষ্ণ প্রেমের বিষে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিষে,
ব্রহ্মাণ্ড ঔষধো নাই যুড়াতে ।।

মহড়া।

নটবর কে গো সখি।
তার নাম্ জানিনে, কালো বরণ,
ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি।।

যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
হাসি হাসি, বাজায় বাঁশী, বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন।

ভুবনমোহন ভঙ্গি অতি চমৎকার।
সে যে মন্মত মন্মথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার ।।
চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে, একবার হেরে মরি প্রাণে
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ।।
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

ওহে বাঁকা বংশীধারি।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা, কুবুজা নারী ।।
বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী।
রাধা সে সরলা রমণী,
তুমি নিজে বাঁকা আপনি।
মথুরা নগরী পেয়ে, হরি ফিরিছ চক্র করি।
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

দেখ্‌ব কেমন সুন্দরী কুবুজা।

তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা, সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা ॥

(ইহার দ্বিতীয় গান।)

মহড়া।

সময় গুণে এই দশা হয়েছে।
ছিল দাসী যে, হোল রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।
সরমে মরমে মরি, কব কার কাছে,
যেজন আঁখির আড়্ হোতো না,
তারে দেখ্তে এসে এত লাঞ্ছনা।
আমরা পথে বসে কাঁদি আজ্, এমন কত কান্না
তোদের রাজা কেঁদেছে ॥

চিতেন।

কপাল মন্দ দ্বারি হে, কৃষ্ণের নিন্দে করা নয়।
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কয়,
রাধার চরণে যার লেখা নাম,
এখন তোদের পায় ধরায় সে শ্যাম।
ভাব্তে বল্গে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লয়েছে ॥

অন্তরা।

কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যায়।

রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিতেছে দরজায় ।।
এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, যে নয় ।।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়,
আমরা দয়াল্ রাজ্যে বাস করি,
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি,
মনে করতে বল্ তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার সে দীনতা ভুলে গিয়েছে ।।

মহড়া ।

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি ।
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি ।
এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি, মরি বোলে হরি হরি ।।

চিতেন ।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস ।
বনমালি, বন কেলি, করিলে নিরাশ ।।
না জানি কি অপরাধে, তেজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখো সাধে, গেলে হে বিষাদো করি

মহড়া।

জলে জ্বলে, কে, গো সখি।
অপরূপো রূপো দেখি, দেখো সই নিরখি॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া কোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছি কি।

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল॥
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোল বা এমন,
স্থকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো ছুটি আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমনো রূপো, বারি মাঝেতে।

চিতেন।

আজু সখি একি রূপো নিরখিলাম্ হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকি॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,

ওগো প্রাণ সই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই ।।

চিতেন।

কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডবিল জলে রাহুরো ভয়ে ।।
আবার ভাবি, সে যে শশি কুমুদ বান্ধব,
হৃদয় কমলো কেন, তা দেখে হবে সুখী ।।

মহড়া।

কে হে সে জন, নারী দ্বারে করিছে রোদন।
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন ।।
আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী।
সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন ।।

চিতেন।

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়,
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদিই তোমায়।
দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার ।।
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ।।
(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া

ওগো ললিতেগো, তোরা দেখে যাগো,

রাই কেন এমন হোলো।
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে আছে কি মোলো॥

ইহার পাল্‌টা গীতের মহড়া।

ডুবে শ্যাম সাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে।
ধরাধরি কোরে তোলো, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বঁলো,
হরি-ধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥

মহড়া।

রাধার মান্‌-তরঙ্গে কি রঙ্গ।
কমল ভাসে, কুমুদ হাসে, প্রমোদ রসে,
ডুবেছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

ভঙ্গি বাঁকা যার্‌, সেই কি বাঁকা শ্যামে পায়।
আমরা সোজা মন্‌ পেয়ে সই, কৃষ্ণের মন্‌ পেলেম কই,
মিল্‌লো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায়॥
(অসম্পূর্ণ।)

বিরহ।

মহড়া।

বসন্তেরে সুধাও, ও সখি।
আমার নাথেরো মঙ্গল কি ॥
নিবাসে নিদয় নাথো, আসিবে নাকি,
তার অভাবে ভেবে তনুক্ষীণ।
দিনে শতবার গণি দিন ॥
আসারো আশয়ে আছি, আশাপথো নিরখি ॥

চিতেন।

প্রাণোনথো যেদেশে আমার, করিছে বিহার।
এ ঋতু রাজার, তথা অধিকার ॥
তার শুভ সংবাদ যত।
সকলি তা জানে বসন্ত।
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হব সুখি ॥

অন্তরা।

হায়! কাল্ আসিব বোলে নাথো করেছ গমন।
ভাগ্যগুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদি,
চারা কি এখন ॥

চিতেন।

সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে।
আমি কেমনে ভুলিব তারে॥
পতি, গতি, মুক্তি অবলার।
সুখমোক্ষ সেই গো আমার।
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি।

মহড়া।

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন্।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন।
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন।
সে দহিছে বিনে প্রানো নাথ।
কর হীনে করে করাঘাত্।
এ সব লাঞ্ছনা হতে বরঞ্চ ভল মরণ্॥

চিতেন।

প্রাণোনাথো বিদেশে গমন্, করিল যখন।
পিছে পিছে তার, গ্যাছে আমার মন॥
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ।
বসন্তে হোতেছে অপমান।
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছিগো জ্বালাতন॥

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সেতো আসাপথো নাহি চায়॥
কি দিয়ে গো প্রণ্ সখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার॥
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল্, আসিবে তৎকাল।
কালে হোল কাল্ এ যৌবন কাল॥
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে্ না।
আমি যেন রহিলাম, তারো আসারো আশায়।

অন্তরা।

হায় ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায়।

অন্তরা।

কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষ হয়, পুন পূর্ণোদয়॥

যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়॥
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্য গমন প্রায়॥

মহড়া।

এই বঁড় ভয় আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেম ধন্,
শেষে হাস্‌বে শত্রু গণে।
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে।
প্রেম সুধা আস্বাদন্।
সদা করিতে চাহে পোড়া মন॥
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো, দিব হাতো ফণির বদনে।
(অথবা) বিচ্ছেদ কন্টক আছে, ফুটে পাছে,
কোমল চরণে॥

চিতেন।

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আশে, মোজে শেষে, কুল বা হারাই॥
একে তরুণো তরি, তায় তুমিহে নব কাণ্ডারী।
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে॥
অসম্পূর্ণ।

মহড়া

তোরে ভাল বেসে ছিলাম বোলে কিরে প্রেম,
আমার ছকুল্ মজালি। ২৩৪২৪
ত্মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি।
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রোয়েছি।
কোরে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে, চোখে দেখে ঠেকেছি।
যেমন মৎস্য মাংস ভোগী, হোয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি।

চিতেন।

পীরিতে মজিয়ে চির দিন রব, প্রাণ জুড়াব,
ছিল বাসনা।
ত্রি রাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তুরি জন্যে হলেম পরের বশ।
আগে মান্ খোয়ালেম, কুল মজালেম,
দেশ বিদেশে অপমান্ আর অপযশ।
আগে দেখ্ রে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি।

মহড়া।

পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে।
হায় আমি যেন হলেম সতী, বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হোয়ে কি কর্ব্ব তার, শিব ডরাতেন্ যাকে।
আমার হোলো যার মানে মান, সে কই মান্ রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আইগো আই।
অন্য দিনের কথা দূরে থাক্, সর্ব্বনেশের পর্ব্বকটা
মনে নাই।
হোলেম পতির পরিত্যেজ্যে, থাক্‌তে দেয় না
রাজ্যে সই, আবার রাজার মসিল কালো
কোকিল ডাকে।

চিতেন।

পতি পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়॥
হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যে, কাযে ত্যজ্যা সই, লোকের
যেমন নদী চড়ার সমন্দ।
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার, দয়া হবে বল কার,
আমার পতি দত্ত জ্বালা, জুড়াবে কে।

অন্তরা।

হায় আমার একথা, অকথ্য, সত্যবাদী পতি
আমার।
আসি আশা দিয়ে, গেল মন্ ছোলে, যুগান্তরে
পাওয়া ভার।

চিতেন।

ফুলে বদ্ধি হোয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই।
কত হব গো রমণী হোয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী।
আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননের কুশুম যেমন সই, ফুটে আবার শুথায়ে রয়
কাননে।
আমায় পেয়ে কুল নারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন্ কুরু সৈন্য বেড়া চারি দিকে ॥

মহড়া।

প্রাণ বোলনা প্রাণ্।
ছি ছি হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে,
হবে শেষে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ,

আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে
দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
যে জন্ স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।
ত্যেজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্য ধনের
অপমান ॥

অন্তরা।

যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার সুখ।
আমায় কেন, বোলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুখ ॥

চিতেন।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সে দিন।
এখন হলেন প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন ॥
চোখের দেখা, মুখের আলাপন, হোলো সেই
লক্ষ লাভ জ্ঞান।

মহড়া।

ঘর্ আমার নাই ঘরে।
মদন কর দিব কি তোমার করে।
তুমি শূন্য রাজা তুমি, পতি শূন্য সতী আমি,
আমার স্বামী গৃহ শূন্য, কাল কাটালেন পরে পরে।
সর সর, পঞ্চশর হে, ডর করিনে তোমারে।
আমার জীবন শূন্য এ জীবন।
ঋতু রাজহে, শূন্য গৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ।
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

সব জ্বালা জুড়ালো।
আমার প্রবাসী নিবাসে এলো।
তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলেম আমার
রাজা, এখন তুমি মদন রাজা, কার্ কাছে কর্
লবে বলো।
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি।

সুখের আশে, দুখে ভাসে, বঁধু তোমারো
প্রাণ প্রেয়সী।
বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপসী।
সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময়।
আশা দিয়ে আমারে যাওয়া উচিত নয়॥
আসা পথ চেয়ে আমি, নয়নো নীরে ভাসি।

চিতেন।

এসো এসো এসো দেখি, প্রাণ একি দেখি
চমৎকার।
অপরূপ আগমন হইল তোমার॥
শশি সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন।
আমারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহালে নিশি।
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে২ মনাগুনে, আমি জ্বল্‌ব বই আর বল্‌ব কি।
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।

প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ তোমায় বলিনে।
ফল হীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে
ফল্‌বে কি।

চিতেন।

আমার বোলে, আমায় ছোলে, প্রাণ দিলে
পরেরি করে।
তুমি বন্ধি হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে।

... ...

... ...

বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী।

অন্তরা।

তুমি ছিলে যখন্ আত্মবশে রসে যুড়াতে।
পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে।
আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ।
রাহু গ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ॥
সন্ধি যোগে সে শশির স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥
সারা নিশি, সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি।

মহড়া।

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে।

তারো মৃত পতি, কেনে বাঁচালে ॥
বিরহিণীর দুখ ঘটালে।
রতি পতি দেয় যন্ত্রণা, আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা, সে অদেখা, শক্র বুঝাব কি বোলে।

চিতেন।

অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।
এক্‌বার মনে করি, ভয়ে ভজ্‌ব মৃত্যুঞ্জয় ॥
আবার ভাবি তায় কি হবে।
রতিতো পতি বাঁচাবে।
এক্‌বার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন পেলে।

অন্তরা।

মরি কি তার গুণের পতি। কি গুণে বাঁচালে রতি।
অসতীরে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি।
(অসম্পূর্ণ।)

পাল্‌টা গীত।

মহড়া।

রতি কি তারো নিজ পতি, করে না দমন্।
পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন্ ॥

নির্ব্বিবেকি নারী সে কেমন।
আমরা নিজ পতি জনে। চাইতে না দিই কারো পানে।
সে কেমনে, পতিধনে, পরে সোঁপে, ধরে জীবন।

চিতেন।

বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহি যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ।
যত কোকিলে কুহরে। তত হানে পঞ্চ শরে।
অবলারে, প্রাণে মারে, স্মর শরে, করে দাহন।

অন্তরা।

রতি যদি পতিব্রতা, সে কোথা তার পতি কোথা।
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরে গো আমাদের হেথা।

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি, বলা হোল না।

শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্ তাকে।
নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল
বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণ নাথ, প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।
সে হাসি, দেখে ভাসি, নয়নের জলে॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি।
অনাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি।
একি সখি হোল বিপরীত, রেখে
লজ্জার সম্মান।
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে
করি পাছে পতিনিন্দে হয়।
আমি মরি সহচরি করিনে সে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিল্‌বে তার।
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার ।।
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে দুষিবে তারে
সই, আমার পূজ্য ধন বইত ত্যজ্য ধন নয় ॥

চিতেন।

গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্ কুল্, তাহে
নই আকুল।
লোয়েছি যাহার কুল, সে আমায় প্রতিকূল।
যদি কুল কুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়।
অকূলের তরি কূল্ পাব পুনবায় ॥
এখন্ ব্যাকুলো হোয়ে কি, দুকুলো হারাব সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥

মহড়া।

এই খেদ্ তারে দেখে মর্‌তে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,

কেন দেখা দিয়ে, একবার্ ফিরে গেল না।

চিতেন।

জীবনো থাকিতে প্রাণ নাথ, যদি নাহি
এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে।
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রু জল।
সৃজিলাম সই, কই হোলো সুখফল॥
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হোলো
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো
বাঁচে না।

মহড়া

কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব সৌরভ।
যে ধন্ দিয়ে গেলেন্ প্রাণ নাথ, তায় বা করেগো
আঘাৎ। কত সই গো সই, মুহুর্মুহু কুহু রব।

চিতেন।

শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলো
তো ভাল।
বসন্ত, হোয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো॥
মনের কথা কই এমন্ কে আছে।

ঋতুর রাজা যিনি, নারী বধেন তিনি,
তবে আর দাঁড়াব কার কাছে।
আসি সপ্তরথি মিলে, আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু মেরেছে কৌরব।
(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥
সে যে গিয়েছে দূর দেশ।
আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ॥
পতি হোয়ে সঁপে গেল, মদন জুরন্তে ॥

চিতেন।

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ
কাহার শরণ লই বিনে প্রাণ কান্তে।

অন্তরা।

প্রিয় জনে তেজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো না কি তার দয়া রমণী রতনে ॥

চিতেন।

কন্যা কালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন দান,
দেখিয়া সুলোক।
করে করে কোরে সমর্পণ।
তারে বল্লেন, সুখে কোরো হে পালন।
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে।

মহড়া।

যে কোরেছে যাহারো সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছি সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার।

চিতেন।

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন কোরেছে হরণ॥
মান অপমান দেখ না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার॥

অন্তরা।

ওরে প্রাণরে। গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে।

চিতেন।

গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি।
দিনান্তরে দেখা না হোলে, মন প্রাণ
দহে দোঁহাকার।

মহড়া।

সে যেন, এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা।

... ...

চিতেন।

শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে, জলেতে
নাহি জুড়ায়।
বিষ প্রায়, যদি চন্দন্ মাখি গায়।।
শেল সম হোলো, কোকিলের গান্।
মলয় মারুত অগ্নি সমান।।
এ দেশের্ এ বিচার্, শুনিলে নাথের্ তার,
পুন পদার্পণ হবে না।।

মহড়া।

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমারো এ দেশে, অনেক আছে,
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী॥
কেবল্ মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি॥
অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়্।
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়।
পশরা নামাতে এসে অনেকে,
আগে দুই বাহু পশারি॥

চিতেন।

মদনো রাজারো, প্রেমেরো বাজারে,
এলে প্রেম লাভ হয়্।
রসিকে রমণী এলেম্ আমি, সেই আশয়।
আগে কে জানে সই এ বিবরণ্।
কপট মহাজন্ হেথা এমন্॥
নূতন ব্যবসায়ি রমণী পেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী।

অন্তরা।

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা, ভার
হয়্ আপনার সহিতে।

যৌবন রসেরো, ভার অতি ভারো,
নারী নারি আর বহিতে।

চিতেন।

গোপেতে গোরসো, লোয়ে দেশো দেশো,
ভ্রমণো করে যেমন্।
এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন,
রসিকো গ্রাহকো যদ্যপি পাই।
বিরলে বিক্রয়ো করি তার্ ঠাঁই ॥
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব
আমি তাহারি ॥

মহড়া।

হর নই হে, আমি যুবতী।
কেন জ্বলাতে এলে রতিপতি ॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

চিতেন।

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ্ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।

হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারেবার ॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি।

অন্তরা।

হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরি হওনা আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এতো
জটা ভার ॥

চিতেন।

কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন।
অরুণো হোলে নয়ন্, কোরে পতি বিরহে রোদন ॥
এ অঙ্গ আমারো, ধুলায়ো ধূষরো, মাখি নাই
মাখি নাই বিভূতি।

চিতেন।

পাণ্ডব খাণ্ডব বন, দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন ।।
কোকিলে মরিত যদি তায়।
তবে কি কুরবে প্রাণ যায় ।।
বিরহিণী বধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয় ।।

(অসম্পুর্ণ।)

মহড়া।

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল্ হোলো জগতে ॥
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে ॥
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান। নাহি জুড়ায় প্রাণ। হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ ॥
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন্ যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে।

চিতেন।

পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ,
বিরহি রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন ॥
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর।
রাজা পঞ্চশর।
অঙ্গে হানে পঞ্চশর ॥
তাহে ঊনপঞ্চাশত, মলয় মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে।

অন্তরা।

সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,

ফুল ঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,'
তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥

চিতেন।

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান।
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুখেতে প্রাণ।
যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই। পঞ্চ রিপু পাই।
পঞ্চ সহকারী নাই ॥
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে।

অন্তরা।

সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা, খাণ্ডব কানন,
জ্বালায়ে ছিল যেমন্।
তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন।
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি, প্রতিবাসি
পঞ্চ জন্।
বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে, প্রাণে সয়েছে,
এ পঞ্চ ক দিন আছে।

কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না,
সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥

মহড়া।

বধুঁ কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন ॥
কত দিনো প্রাণো তুমি হয়েছ এমন।
প্রিয় বাক্যে প্রেয়সী বলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায় ॥
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন সুধা বরিষণ ॥

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একোবার।
যাতে বদ্ধ আছে বধুঁর প্রাণ, হানোগে তায়
বিচ্ছেদ্ বাণ।
যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার ॥
রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার।
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুহৃতো ভঙ্গ ॥

তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অম্‌নি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে, রবে না সে আর ॥

চিতেন।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবন্‌কালে হোয়েছি আশ্রিতো তোমার ॥
ওহে বিচ্ছেদ্‌ তোমার বিচ্ছেদ্‌ দায় নাথো না জানে।
অন্য নারীর প্রেমসুখে আছে সেখানে ॥
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছি ছি, অবলা বধিলে নাহি পৌরুষ তোমার ॥

অন্তরা।

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ্‌ করি তোরে বিনতি।
কামিনীরো প্রাণো রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

চিতেন।

হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর, নাথের
অন্তরেতে যাও।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটাও ॥
বিচ্ছেদ্‌ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে ॥

আমার কোরেছে স্থূলে ভুল, ভেবে হলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধরে রাখ্‌বো না ॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ্, আমারি গেলো ॥
সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না ॥

চিতেন।

দৈব যোগে যদি প্রাণ নাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলা ও বিধু বদন ॥
পীরিত্ ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি, অনেকের দেখি ॥

আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না।
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে বুঝিবে না ॥
তুমি যার, এখন তার পূরাও বাসনা।
তোমা হোতে সুখ যা হবার।
প্রাণ্ তা হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার ॥
দেখা হোলে, মরি জ্বোলে, এ দেখা দিও না ॥

চিতেন।

আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা, হোতো
পরমো আহ্লাদ।
এখন্ তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাদ ॥
এসো বোসো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায় ॥
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা ॥

অন্তরা।

তা বলা নয়, উচিত হয়, না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমার করিবে ভৎসন ॥

চিতেন।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরো সেই নুতন পীরিতে॥
নব রসে সে, যে, রঙ্গিণী।
প্রাণ, হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী॥
আমায় যেমন জ্বল্‌য়ে ছিলে, প্রাণ তারে জ্বালা
দিও না।

মহড়া।

এই খেদ্‌ হয়। তবু বল পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী, তেজে ছিলেন প্রাণ,
তখন মৃত দেহ গলায় গেঁথে রাখ্‌লেন মৃত্যুঞ্জয়।

... ...

চিতেন।

কথায়্ কথায়্ কোরে অভিমান্, তিলে কোরে
বোসো তাল্।
এ ধনি, না জানি, কেমন্ পুরুষের কপাল্।
যদি পুরুষ পাতকী হবে।
তবে পাণ্ডবেরা, নারীর সঙ্গে বসে কেন বেড়াবে।

দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়, মানে
ধোরে ছিলেন ব্রজে রাধার্ পদ দ্বয়।

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম ভয়।

... .

চিতেন।

... ...

অন্তরা।

নারী মিল্‌তে যেমন্, ভুল্‌তে তেমন্, দুই দিগে তৎপর্।
মজ্‌য়ে পরে, চায় না ফিরে, আপ্‌নি হয় অন্তর।

চিতেন।

উত্তমেরে তেজ্য কোরে অধমে যতন্।
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ্ পথে গমন্॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী, তপনে

তেজিয়ে, বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু
বিতরয় ॥

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেমো রসে তুষ্‌তে প্রাণ।
রাখিতে হে অধীনীর সম্মান।
অভিমানী হোতেম হে তোমায়।
প্রাণো নাথ, কার সোহাগে,
অনুরাগে, ধর্‌তে আমার পায় ॥ ... ...
তুমি আমি, যে, সেই আছি,
তবে কিসে গেলো সে সম্মান ॥

চিতেন।

আবাহনো কোরে প্রেম্ দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক্, হোয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন ॥
রঙ্গ রসে ছিলেম এত দিন্।
প্রাণোনাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে
কারো অধীন ॥
শেষে যদি কর্‌বে এমন, কেন আগে বাড়াইল মান।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ রে, কথা কবার্ নয়, কইতে ফাটে হিয়ে।
পূজ্য ছিলেম, ত্যজ্য হোলেম্, যৌবনো গিয়ে॥

চিতেন।

দৈব দেখা প্রাণো নাথ্, হোতো হে পথে।
আপ্না আপ্নি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে।
এখন্ তো সেই পথের দেখা হয়।
প্রাণোনাথ্ লজ্জাতে মুখ্ ঢাকো যেন ঠেকেছ
কি দায়॥
প্রেমো গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে, শেষে তুমি
করিলে প্রস্থান॥

মহড়া

বঁধু কার কখন্ মন রাখ্‌বে।
তোমার এক্ জ্বালা নয়্, দুদিক রাখা,
বল প্রাণ্ কিসে প্রাণ্ বাঁচ্‌বে।
সমভাবে কেমনে রবে॥
সবে তোমার একো মন্।
তায় কোরেছ প্রেমাধীনী দুজেঁয়ে দুজন্॥

কপট্ প্রেমে বল দেখি প্রাণ,
হাসাবে কায় কাঁদাবে ।।

চিতেন।

একো ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ্,
সে ভাব তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী, মনো তারি ঠাঁই।।
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ।
প্রাণ্, তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ্।।
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে ।।

মহড়া।

কার্ দোষ দিব কপালেরি দোষ আমার।
যেমন্ প্রাণনাথ্, প্রাণে দেয় আঘাৎ,
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার ।।

চিতেন।

সময়েরি গুণে সখি রে, করে হীন জনে অপমান।
কোথা গে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান ।।
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কাল্‌গুণে কাল্ বসন্ত উদয়।

এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমনু্য বধের উদ্যোগ এবার ॥

অন্তরা।

সই, আমি যার, সে আমার ভেবে,
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন, সে আমার কাল্
হোলো ॥
তবে মরণ্ ভালো ॥

চিতেন।

প্রিয় জনে তেজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে
আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার ॥
হোয়ে রতি পতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল্।
আছি পথ্ চেয়ে, রথ্ হোয়েছে অচল্ ॥
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে
বাঁচা ভার ॥

মহড়া।

তবে কি হবে স্বজনি, নাথো মান্ কোরে গেলো।

প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ, আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বল্‌তে হলো ॥

... ...

চিতেন।

বিধি মতে প্রাণোনাথেরে করিলাম বারণ্।
কোর না কোর না, বঁধু প্রবাসে গমন ॥
সে কথা না শুনে প্রাণ নাথ্।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত্ ॥
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধ্‌লাম তারে,
তবু না রহিলো ॥

মইড়া।

কোকিলে কর এই উপকার।
যাও নাথেরো নিকটে একোবার।
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুরো নাগরো আছে যথায়।
পঞ্চস্বরে গানো শুনাও গে তায় ॥
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী, অবশ্য মনে
হইবে তার ॥

চিতেন।

বিরহি জনারো, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর॥
এক্লা অবলা আমি বালা।
আমারে যে রূপে দিলে জ্বালা।
তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে, প্রশংসা তবে
করি তোমার।

অন্তরা।

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথো, কোকিলে
বুঝি নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত.
বসন্ত সময়ে নিবাসে।

চিতেন।

কিম্বা কোকিল আছে, নাই তারো, সুস্বর তব
সমান্।
কুরবে, বুঝি হান্তে পারে না বাণ॥
অতএব্ বিনতি করি এখন্।
কোকিলে তথায় কর গমন।

তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে, নিবাসে
আসিবে নাথ্ আমার ॥

মহড়া।

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ ॥
কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়, হোয়েছ প্রাণ
বিভুতির প্রায়, ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি, রূপেরো না
দেখি শেষ ॥

চিতেন।

ধুতুরা পীযূষ বঁধু করেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমারো মুখো, করি অনুমান।
তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন, আঁখি ছুটি
ঊর্দ্ধে উন্মীলন।
মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু, ভ্রমিতেছ নানা দেশ।

মহড়া

নবযৌন জ্বালায়, মলেম্ গো সহচরি।
নাথো নিবাসে এলোনা কি করি।

... ...

চিতেন।

বয়সো প্রথমে, সপ্তম অষ্টমে, বালিকা
ছিলাম যখন।
তখনো বলিতাম সুজনি, ভাল মদন সেই কেমন॥
এখন প্রাণনাথের বিহনে, জানিলাম সুজনি
দহে বটে মদনে।
হোলো কলিকা কদম্ব, এ কুচ দাড়িম্ব,
দিনে দিনে দ্বিগুণো ভারি।

অন্তরা।

যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে করিতাম
নির্ব্বাণ।
[illegible]নলে কাল ভুজঙ্গ, দংশিলে এ অঙ্গ, মন্ত্রেতে
বাঁচিতো প্রাণ॥

... ...

(অসম্পূর্ণ।)

——○○——

হরুঠাকুর।

বাঙ্গালা ১১৪৫ কিম্বা ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় হরুঠাকুর* জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ির তাদৃশ সংগতি না থাকিলেও প্রতিবেশী সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এজন্য হরুঠাকুর প্রথমে বিনা পুরস্কারে স্বকীয় সংগীত মাধুরী দ্বারা অন্যান্য কবিওয়ালাদিগের দলের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন; পরে নিজে পেশাদারী দল করেন।

কথিত আছে কোন পর্ব্বাহ রজনীতে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে এক পেশাদারী দলে হরুঠাকুর সখ্ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গান

---

* ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি; কবিওয়ালাদিগের মধ্যে জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গান রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি ঠাকুর উপাধিতে খ্যাত।

শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্ব-
রূপ এক যোড়া শাল প্রদান করেন।
এই রাজপ্রসাদে হরুর আহ্লাদ না জ-
ন্মিয়া প্রত্যুত অপমান বোধ হওয়াতে
তিনি শাল যোড়াটি ঢুলির মস্তকে নি-
ক্ষেপ করেন। এই রূপ সাহঙ্কার ব্যব-
হারে নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে নিকটে
ধরাইয়া আনেন এবং দুর্ব্বিনীত গায়কের
গলদেশে যজ্ঞোপবীত না থাকিলে বোধ
হয় তদ্দণ্ডে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করি-
তেন। রাজা বাহাদুর তাঁহার পরিচয়
পাইয়া ক্রোধভাব সম্বরণ করিলেন এবং
তদবধি তাঁহার গুণগ্রাহক হইয়া বিস্তর
সমাদর করিতে লাগিলেন। রাজা নব-
কৃষ্ণের যত্নে ও উদ্যোগেই হরু পেশাদারী
দল করেন। ফলতঃ উভয়েরি অভিমান-
মূলক বিরোধভাবে প্রথমসাক্ষাৎ হইলেও
ইঁহাদিগের অবশিষ্ট জীবনকাল সাতি-

শয় সৌহার্দ্দভাবে অতিবাহিত হয়। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে হরু শপথ পূর্ব্বক দল ও গাহনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকে তাঁহাকে পুনর্ব্বার দল করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু হরু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ৭৫ বৎসর বয়সের সময় ইনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

হরুঠাকুর যৎকালে প্রথম গান রচনা অভ্যাস করেন তখন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে গান গুলি সংশোধন করিয়া লইতেন। এই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তিনি পরে যে সমস্ত গান দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন তৎসমুদায়ে রঘুর নামে ভণিতা দিতেন।

সম্বদ্ধজীবনচরিত অভাবে হরুঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে কোন অভিপ্রায়

প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার যে অন্তঃকরণের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য ছিল প্রতিপন্ন হইতে পারে। নবকৃষ্ণ প্রদত্ত পারিতোষিক অগ্রাহ্য করা—স্বপ্রণীত গানে রঘুনাথের নামে ভণিতা দেওয়া—এবং নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ধন লাভের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দল ত্যাগ করা সামান্য প্রকৃতিক লোকের বড় সহজ কর্ম্ম নহে।

হরুঠাকুরের রচনা অতি সরল ও মধুর। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ইঁহারি গান সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সমধিক আদরণীয় হইতে পারে।

—

হরুঠাকুর।

সখী-সম্বাদ।

মহড়া।

ও সখিরে,
কই বিপিন বিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে সে বিধুবয়ানো, সখি এ যে পাপো
প্রাণো, ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে তা
বল না॥

চিতেন।

সই, হেরি ধারা পথো, থাকয়ে যেমতো,
তৃষিতো চাতকো জনা॥
আমি সেই মতে হোয়ে, আছি পথো চেয়ে,
মানসে ক'রি সে রূপ ভাবনা॥

অন্তরা।

হায়, কি হবে স্বজনি, যায় যে রজনী, কেন
চক্রপাণি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে, রহিল না জানি
কারণো॥

চিতেন।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে
স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি, না এলো
মুরারি, পাই যাতনা॥

অন্তরা।

সই, রবি কিরণেরো, প্রায় হিমকরো, এ তনু
আমারো দহিছে।
শিখি পিক রবো, অঙ্গে মোর সবো, বজ্রাঘাত
সম বাজিছে॥

চিতেন।

সই, করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো,
করিলেকো, প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভকি সেও ভালো,
কি ফলো বিফলে কাল্ যাপনা॥

অন্তরা।

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণোপণো করে,
গাঁথিলাম্ এ কুসুম হার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, হেন মালা গলে
দিব কার॥

চিতেন।

সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখো চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে, তার সঙ্গে
কেন প্রাণ গেলনা ॥

মহড়া।

কদম্বতলে কে গো, বংশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনা জলে, আমি এমনো
মোহনো, মূরতি কথনো, দেখি নি এসে হেথায় ॥

চিতেন।

অঙ্গ অগোর চন্দনো চর্চ্চিতো, বন মালা
গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে
তায় ॥

অন্তরা।

সই, সজল নবজলদ বরণো, ধরি নটবর বেশ্।
চরণো উপরে থুয়েছে চরণো, এই কি রসিকো
শেষ ॥

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ, নখরেরো ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো,
সঁপিব ও রাঙ্গাপায়॥

অন্তরা।

হায় অনুপম রূপো মাধুরী সখি, হেরিলাম
কি ক্ষণে।
প্রাণো নিলে হোরে, ঈষতো হেসে, বঙ্কিমো নয়নে॥

চিতেন।

মন্দ মধুরো মুচকি হাসি চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো, গেলো,
মন্ মজিলো হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই, অলকা আবৃত বদনো, তাহে মৃগ মদো
তিলকো।
মনোহরো সাজো, নাসাগ্রে গজো, মুকুতার ঝলকো॥

চিতেন।

বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।

কিবে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো,
রূপে ভুবন ভুলায় ॥

অন্তরা।

সই বেষ্টিত ব্রজ বালকো সবে, কি শোভা
আমরি হায়।
গগনেতে তারা গণো মাঝে, চাঁদ যেন শোভা
পায় ॥
সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায় ॥

মহড়া।

আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্।
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিশ্রিতো, কার মুখে
যদি শুনিতেম্ ॥
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা, তবে কি ও বিষো
ভকিতেম্।

চিতেন।

যখন মদন মোহন আসি, রাধা রাধা বোলে
বাজাতো বাঁশী, যদি মন তায় না দিতেম।

সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম্॥

অন্তরা।

হইয়ে মানিনী, যতেকো গোপিনী, বিরহ
জ্বালাতে জ্বলিতেম্।
সই ষড়জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন, জানিলে কি তায়,
এ কোমল প্রাণ, সমর্পণো করিতেম্॥

চিতেন।

আগে গুরু জনো, বুঝালে যখনো, তা যদি
গ্রহণো করিতেম্।
রিপুগণো বশে, রহিতো অনাসে, মনেরো হরিষে
থাকিতেম ॥

মহড়া।

হরি ব্রজনারী চেন না এখন।
রাধার প্রাণোধন ॥
প্রভাসো তীর্থে দরশন।
পাইরে কৃষ্ণেরে, অভিমানো ভরে, কহে করে ধোরে
গোপীগণ ॥

চিতেন।

নাহি পীত ধটি মুরলী, গোচারণের সে ভূষণ ॥
এবে যদুপতি, হোয়েছো ভূপতি, দ্বারকা পতি
সোণারো ভবন ॥

অন্তরা।

যদুনাথ, আর কেন দুখিনী গণে, স্মরণো হবে।
গিয়েছে সে সবো, ব্রজেরো ভাবো, মজেছে গৃহ
ভাবে।

চিতেন।

রুক্মিণী আদি রাজসুতা, বশতা, সবে সেবে
ও চরণ।
রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী কি লাগে মন ॥

অন্তরা।

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, সে সুখো বিলাস।
মহিষী গণেরো, বিবিধ প্রকারো, পূরাতেছ
অভিলাষ ॥

চিতেন।

সত্যভামার মানো রাখিলে, রোপিলে পারিজা-
তেরো কানন।

তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয়সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন ॥

অন্তরা।

তোমারে, অকিঞ্চন জননাথো, কৃষ্ণ, জগজনে কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো, ওপদে আশ্রয় লয় ॥

চিতেন।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, তেজিলে, যখন
শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না লবে শরণো, দুখে
গেলে প্রাণো দুখি জন ॥

অন্তরা।

শুনহে বন্ধু কালান্তরে, প্রাণ বঁধু, পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,
আর নাহিকো সখা ॥
সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত, রঘুনাথ, করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো, ব্রজ রাজো
নন্দেরো নন্দন ॥

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজ কুল-
নারী বধিলে। বলনা কি বাদ সাধিলে।

নবীনো পীরেতো, না হইতে নাথো, অঙ্কুরে
আঘাতো করিলে ॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিলো
রথো গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥

অন্তরা।

শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনা গণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো,
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী ॥

চিতেন।

শ্যাম্, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে।
কিসে হলেম্ দোষী,
তা তোমায় জিজ্ঞাসি, কি দোষে এ দাসী
তেজিলে ॥

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী

কোথা রেখে যাও। জীবনো উপায় বোলে দাও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো, বদনো তুলিয়ে
কথা কও ॥

চিতেন।

শ্যাম্ যাও মধুপুরী, নিষেধো না করি,
থাক হরি যথা সুখো পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো, সখি কও
শুভ সমাচার। জীবনো জুড়াও রাধার ॥
মথুরা নগরে, মাধবেরো দেখে এলে কিরূপ
ব্যবহার ॥

চিতেন।

না হেরে নবীনো, জলধরো রূপো, আকুল
চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান ॥
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো, হরি বিনে
সকলি আঁধার ॥

অন্তরা।

হায়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুরে৷
সুখো বিলাসী।
স্বরূপো কহনা, সেখানে রাজার, কে রাজমহিষী।
(অসম্পূর্ণ।)

—০০—

মহড়া।

ঐ আসিছে কিশোরি, তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে ॥
বঁধু ঘুমে ঢুলে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো, বঁধুর
এলায়েছে পীতবাসো, নারে তুলে পরিতে ॥

চিতেন।

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত্।
ওই সই, সেই প্রাণোনাথ্ ॥
প্রভাতে অরুণো সহ উদয় আসি, বঁধুর হোয়েছে
অরুণো আঁখি, নিশি জাগরণেতে ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিতো কে আছে আমারো ॥

পথশ্রান্তে নহি গো কাতরো।
হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জনো বরণো, উদয়ে অবশ
শরীরো॥

চিতেন।

অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো,
আরো না চলে চরণ্।
সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভারো অম্বরো॥

অন্তরা।

হায়, সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গ ভঙ্গিমো,
বয়ানো করে তা কি কবো।
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে ভাবো॥

চিতেন।

কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো,
না রাখে জীবন আশ্।
তারো জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা
সন্দেহ নাহি মরিবারো॥

মহড়া।

ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরে না॥
মনো সে প্রেম পাসরে না।

যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা ।।

চিতেন ।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝনা ।
আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ।।
(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

সখিরে রসেরো অলসে ।
গতো দিবসেরো রজনী শেষে ।।
অচেতনো হোয়ে সুখো আবেশে ।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে,
কেঁদে ছিলাম কত হুতাশে ।।

চিতেন ।

যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাণো শিহরে,
তাই ঘটে ছিলো, সই ।
অমনি কম্পান্বিতো হৃদি, হেবে শ্যাম নিধি,
হোরে নিল বিধি কি দোষে ।।

অন্তরা ।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা,
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্ ।

তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম্ ॥

চিতেন।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বন অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী,
বদনে দিতেছে হুতাশে ॥

মহড়া।

মানিনী শ্যাম চাঁদে, কি অপরাধে।
হোয়েছো রাধে ॥
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে।
ম্লানো শশিমুখো কেন গো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে ॥

চিতেন।

এই দেখে এলেম্ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে।
ছিলে গো রাই দোঁহে অতি পুলকে ॥
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল্, উঠিলো কি বাদানুবাদে।
(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

বোঝা গেল না। হরি কেমন তোমার করুণা ॥
মরি হে কি বিবেচনা।

দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনোবাসনা ।।

চিতেন ।

সকলি বিস্মৃতো, কি ব্রজনাথো,
হোলে একোকালে ।
ভেবে দেখ হে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না ।।

অন্তরা ।

শ্যাম্, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,
রাণী যে যশোমতী ।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি ।।

চিতেন ।

আরো শুন হরি, নিবেদনো করি,
ব্রজেরো সমাচার ।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা ।।

মহড়া ।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
তেজিয়ে এ সুখো বৃন্দাবন ।
দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন ।।

এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন ॥

চিতেন।

একেতো সহজে এ ব্রজধাম সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কাল্ গুণেতে পূর্ণ সুখো সম্পদ ॥
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন. এ ব্রজ ধাম, ধরিল নব যৌবন ॥

চিতেন।

মুকুলে মুকুলে কোকিলে জাল, করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে, গুঞ্জরে অলি সব ॥
আমরি আমরি, এই শোভা হরি,
হইলে কি যাবো বিস্মরণ।

মহড়া।

কি কাজো আর ব্রজ ভুবনে।
হায়! সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে ॥
রোয়ে রোয়ে চিতো, হয় চমকিতো,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে।

চিতেন।

হায়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি গোপীগণে।
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ পরাণো গিয়াছে
তাহারি সনে ॥

অন্তরা।

হায়! কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো,
কিরূপে মিলিব তার চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরো, নাগরো বিনে ॥

চিতেন।

হায়! রজনী কি দিনো, হোয়ে জ্বালাতনো,
এই আরাধনো, করি গো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো,
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে ॥

অন্তরা।

হায়! যে শ্যাম সোহাগে, যার অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী সকলো স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচোনো,
সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে ॥

চিতেন।

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো,
কি কাজো এ ছারো দেহ ধারণে।
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ দিব যমুনা জীবনে ॥

অন্তরা।

হায়! এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো,
হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বেরো তলো, বিহারের স্থলো,
হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে ॥

চিতেন।

হায়! ঘটায়ে প্রমাদো, গিয়েছে বিনোদো,
এ খেদো সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদু নন্দন, বিপদো ভঞ্জনো, দিয়ে দরশনো,
বাঁচাও প্রাণে ॥

মহড়া।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে।
তবে কি হবে স্বজনি।
লম্পটো স্বভাবো তায় জানি ॥
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।

সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ।।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ।।

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়।
বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয় ।।
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার।
গাঁথিলাম সখি গলে দিল কার ।।
যদ্যপি বিস্মৃতো হোয়ে থাকে গুণমণি ।।

অন্তরা।

কৃষ্ণ প্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি।
বোলে কি জানাবো তোমায়, তুমি কি জাননা দূতি ।।

চিতেন।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ।
আসারো আশয়ে এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ ।।
মাধবো না এসে যদি, এসে দিনমণি ।।

মহড়া।

আজ্ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালি।
করিয়ে সখী মণ্ডলী ।।
নাগরালি তোমার যত, কর্‌বো হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।

গোরসেরো অবশেষো, দিব মস্তকে ঢালি।

(অসম্পুর্ণ)

মহড়া।

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম্ তোমার্ শ্যাম চাঁদেরে॥
শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন।
কারো অঙ্গে নাহি বসন ভুষণ।
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে॥

চিতেন।

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পটো কভু নয় সরল হৃদয়॥
তোমারে সঙ্কেতো জানায়ে।
শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লোয়ে॥
দেখিবে তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে॥

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

এ সময় সখা দেখা দেও হে।
তব অদর্শনে, ব্রজনাথ, আমার আঁখি মনো
সদাই দয় হে।
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, হায় হায়২ হে॥

চিতেন।

গীরিষ্ম, বরষা, হিম শিশিরে, যত দুখ দেয় হে।
সব সম্বরণো কোরেছি কৃষ্ণ, বসন্ত যাতনা
প্রাণে না সয় হে ॥

অন্তরা।

প্রায় ব্যাধ জাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়,
কোকিলের স্বর জাল্।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো,
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল ॥

চিতেন।

জীবনো, যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপত্তে মধুসুদনো, আমা প্রতি কেনো,
নিদয়ো জনার্দ্দন হে॥

মহড়া।

শ্যাম, তিলেকো দাঁড়াও, হেরি চিকণো
কালো বরণ।
শ্যাম তিলেকো দাঁড়াও।
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও ॥
সাধ মম বহু দিনের, আজ্ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও ॥

চিতেন।

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো,
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও॥

অন্তরা।

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ॥

চিতেন।

কোন্ রন্ধ্রে, পূরে ধ্বনি, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥
কোন্ রন্ধ্রে, পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥

মহড়া।

এসেছো শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে।
শূন্য দেহ লইয়ে। এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে॥
এখন্ কি হইল মনে, শ্রীমতী বলিয়ে।
কি ভাবিয়ে রাধানাথো, এখন হোলে উপনীতো,
কোথা করিলে প্রভাতো, শ্রীরাধারে তেজিয়ে॥

চিতেন।

কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায়।
তুমিবা কেমনে, তেজে, আইলে হেথায়॥
বিদরে আমারো বুকো তব মুখ হেরিয়ে।

বিরহ।

মহড়া।

তোমার আশাতে এ চারিজন্।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্॥
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ।
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষো,
করিতেছে আরাধন্॥

চিতেন।

অন্য রূপো আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার॥
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন্।

অন্তরা।

প্রাণ্, ইহারো কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায়॥

চিতেন।

অস্থিরো হোলো এ চারি জনে।
প্রবোধি প্রবোধ নাহি মানে ॥
ইহার বিহিতো, যে হয় তুরিতো, কর প্রেয়সি এখন্।

অন্তরা।

প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো।
এতো চিরোপদেঃ নহে জানো ॥

চিতেন।

এ তুমি শুনেছো জানতো প্রাণো।
অনুগতেরো রাখো সম্মানো ॥
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধা বিতরণ ॥

অন্তরা।

প্রাণ, এরূপো আশ্বাসো কথায়।
বল কি ফল আছে তায় ॥

চিতেন।

প্রতি দিনো আসি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয় এ আশা বাই ॥
তুরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,
আরো না সহে যাতন্।

মহড়া।

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।

বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশয়॥
তুমিতো আমারি আছো গিয়েছো কোথায়।

চিতেন।

সুখে থাকো, মনো রাখো, এখন্ এই চাই।
তবু গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যত ভালো বাসো ভাবে বুঝা যায়।

অন্তরা।

ওহে তোমারো ও গুণো প্রাণো,
থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে না লাগে কারো গায়॥

চিতেন।

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর।
হেন অসাধার্ গুণ আছে কার॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়।

অন্তরা।

যদি নারী হোয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন্ রসিক পেলে, পূরে তারো আশ॥

চিতেন।

যেরূপো সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, শুধু, সেই জানে॥
এক মুখে তব গুণো, কোয়ে না ফুরায়।

অন্তরা।

ওহে যত দিনো, দেহে প্রাণো, থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥

চিতেন।

তুমি যেমনো, সুজনো, রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষোলেশ॥
তোমারো রীতো, চরিতো, জাগিছে হিয়ায়॥

অন্তরা।

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি তব, কি সরলো মন্॥

চিতেন।

রঘুনাথো বলে কেন, ও বিধুমুখি।
কি দোষো দেখি, হোয়েছো দুখী॥
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়।

মহড়া।

এত দুখো অপমান, সাধেরো পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, নূতনো আগুনো,
উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে,
কোরেছিলেম্ পীরিতি।

আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো,
সদা ঝোরে দুনয়ান ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।
যাঁর স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে ॥
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।
চিতেন।
নিম্বতরু যদি রোপণো হয়ো, শত ভারো শর্করে।
সে মিষ্ট রসো না হয়ো কখনো, নিজগুণ
প্রকাশো করে ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।
পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো স্বজনি, বলি তোমাকে ॥
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো রাখে।

চিতেন।

প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো,
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,
তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে ॥
(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ্, করে যেই জন ॥
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

চিতেন।

যে খানেতে না রহিল, মানি জনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান্, তারে সঁপে প্রাণ ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক ভাজন।

অন্তরা।

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন ॥

চিতেন।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যারায়।
সে জনো তাহায় ফিরে নাহি চায় ॥
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ।

অন্তরা।

সখি, পীরিতি পরম ধনো, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারে খার।

চিতেন

সামান্য খেদেরো কথা একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই ॥
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন।

অন্তরা।

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই।
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই ॥

চিতেন।

হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি।
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন।

অন্তরা।

যার স্বভাবো লম্পটো সই, তারো কি এ বোধ।
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ ॥

চিতেন।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া একেমন।
এরূপো মিলন, না দেখি কখন।
রঘু বলে কোথা মিলে কুজনে সুজন।

মহড়া।

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে॥
হোতেছে এখনো, নূতনো যতনো,
কি হোলে কি হবে শেষেতে।

চিতেন।

প্রাণ্, নব অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে,
আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো,
পাই সদা দেখিতে।
হেন ভাবো যদি, থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে।

(অসম্পূর্ণ)

রাসু নৃসিংহ।

রাম বসু ও হরু ঠাকুরের পূর্ব্বে যে সকল কবির দল ছিল, তন্মধ্যে রাসু ও নৃসিংহের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই দুই সহোদরের এক দল ছিল, এবং উভয়ে-

রই(রাসু নৃসিংহের)নামে দল খ্যাত হইত। অতএব দুই ভ্রাতার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গান রচনায় পটু ছিলেন, নির্ণয় করা সুকঠিন। ইঁহাদিগের যে কয়েকটী গান প্রকাশিত হইল, তৎপাঠে প্রতীতি হইবে যে যিনি ঐ গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সুন্দর রচনাশক্তি ছিল।

রাসুনৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার সন্নিকট এক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা কা-য়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। অন্যূন ৬০ বৎসর হইল তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

রাসু নৃসিংহ।

মহড়া।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কিগুণে।

চিতেন।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি,
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥

চিতেন।

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,
মজেছ যাহার কারণে।
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥

অন্তরা।

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধরো বংশী বদনো।

চিতেন

শ্যাম্, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদনো, তেজিয়ে সে ধনো,
অধনে রেখেছ যতনে ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥

চিতেন।

শ্যাম্, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গা জলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কুঁজী কৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে স্বজনে ॥

অন্তরা ॥

শ্যাম্, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরেছিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো ॥

চিতেন।

শ্যাম্, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো,

চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,
সাগরো শুখালো তপনে ॥

মহড়া।

প্রাণোনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে ॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।

চিতেন।

পার্ব্বতী নাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দূর ভালেতে ॥

অন্তরা।

হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীল কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম,
জগতে রোয়েছে ঘোষণা ॥

চিতেন।

আমার নাগরো, গিয়ে ছিলেন্ কারো,

কলঙ্ক সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন্ নিশোনো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥

অন্তরা।

হায়! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥

চিতেন।

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন্ মন তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে ॥

অন্তরা।

হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণো যুগলে ॥

চিতেন।

ইহারো সেইমতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।

ত্রিলোচনো চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,
কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥

মহড়া।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেওনা।
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিওনা।

চিতেন।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকনা।
কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি।
এ বারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী ॥

চিতেন।

জিনি মেরু গিরি, মান ভরে ভারি, মরিবার
ভয় করে না।

যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজে ছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিতেন।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, শরমে কি করে, বলিহে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি ॥

চিতেন।

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সে টি ছোঁবে না।

তুলিয়ে সে মাটী, দিবে ছড়া ঝাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কট্‌কেনা ॥

মহড়া।

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়।
সুহৃদ্ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো,
কলঙ্ক ভাজনো হোতে হয়।

চিতেন।

এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি, দুদিকো।
ঐহিকো আর পার্থিকো।
শ্রীনন্দ নন্দনো, দুখ ভঞ্জনো, সদা রাখি মনো
তাঁরি পায়।

অন্তরা।

অমিয় তেজে, গরলে মোজে, উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো ॥

চিতেন।

হৃদয়ো মন্দিরো মাঝে, রসরাজে, বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে ॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়।

অন্তরা ।

মনেরে কোরে চাতক পাখী, রাখিব বিশেষে ।
জলংদেহি জলংদেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে ॥

চিতেন ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে ।
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে ॥
সেই কৃপা জলে, মনো ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা ।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো ।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো ॥

চিতেন ।

হৃদে আছে শতদলো, সে কমল ফুটিবে ।
প্রেমপীযূষো ঘটিবে ॥
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায় ।

অন্তরা ।

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে ।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে ॥
তেজিয়ে এ সুধা রসো, কেন বিষো ভখিবো ।
কলুষো কূপে ডুবিবো ॥

থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,
পেয়ে প্রেমধন সে হারায়।

বিরহ।

মহড়া।

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥

চিতেন।

প্রাণ্, তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো,
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা নিজ জনারে ॥

অন্তরা।

প্রাণ্, আরো একো শুনো, বচনে তোমার।
দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে।
প্রাণ্ তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে,
ভাসালে এজনে, ছলনা কোরে ॥

চিতেন।

তোমার চরিত, পথিকো যেমত,
হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।

শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চায় ফিরে ॥

মহড়া।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

চিতেন।

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা ॥

অন্তরা।

হায়! কোন প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত ভুমে ॥

চিতেন।

কোন প্রেমে হরি, যোগে ব্রজনারী,

গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবী লতা ॥

—০০—

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

হরুঠাকুর ও রাম বসুর পর কবিওয়ালা-দিগের মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহার স্বর-মাধুরিই এই প্রতিপত্তির নিদান। নিত্যানন্দ যাদৃশ সুগায়ক ও সদ্‌বক্তা ছিলেন, গান রচনায় তাদৃশ পটু ছিলেন না। গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর ইহাঁর দলে গান দিতেন; এই দুই ব্যক্তি গান রচনায় নিতান্ত মন্দ ছিলেন না—মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সুরস পূরিত বাক্যচ্ছটা প্রদর্শন করিয়াছেন আমাদের ইচ্ছা ছিল নিতাই দাসের নাম শিরাঙ্কিত না করিয়া রচয়িতা গণের নাম দিয়া গান গুলি মুদ্রিত করিব। এই

রূপ করিলে সংগ্রহের সার্থকতা হইত। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিলেও কোন্ গানটি কাহার রচিত নির্ব্বাচন করা কঠিন হইল; সুতরাং নিত্যানন্দের রচিত না হইলেও তাঁহার দলে গীত হইত, এই অনুরোধে শিরোভাগে তাঁহারই নাম যুক্ত হইল।

চন্দননগর নিত্যানন্দের জন্ম স্থান। ইনি ১১৫৮ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২২০ সালে দেহত্যাগ করেন।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

বঁধূর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো,
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।

চিতেন।

বৃক্ষ ডালে বসি, পক্ষী অগণিত্তো, জড়বত্তো,
কোন কারণে।

যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥

অন্তরা।

একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সবো গোধনে।
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ো তৃণো,
আছে যেন হীন চেতনে ॥

চিতেন।

হায়! কিসেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি, প্রেমো উপজিলো,
সলিলো বহিছে নয়নে ॥
আরো একো দিনে, শ্যামেরো ঐ বাঁশী
বেজেছিল কাননে।
কুলো লাজো ভয়ো, হরিলে তাহাতে,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে ॥

মহড়া।

রাধারো বঁধূ তুমিহে,
আমি চিনেছি তোমায় শ্যাম রায়।
রা জায় বেশ্ ধোরেছ হে মথুরায় ॥

রাখালেরো বেশো লুকায়েছো বঁধু,
বাঁকা নয়ন্ লুকাবে কোথায়।

চিতেন।

এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন্ কিশোরী, ওহে বংশীধারি,
প্রতারণা কোরোনা আমায়॥

অন্তরা।

এত যে মুরারি, জামাযোড়া পরি,
বাহু দিলে গজ পরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রুপো ঠামো শ্যামো,
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে।

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

ওহে কৃষ্ণ, রাই কেন কৃষ্ণবর্ণ ব্রজে হলো।
কুবুজা কুৎসিতা নারী, হোলো সুন্দরী,
হেমাঙ্গিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ কালো॥

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী বিনয় বাক্যেতে কয়।
কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুনো দয়াময়॥

রাধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল শ্যাম।
সেই রূপে, প্রাণ সোঁপে, তোমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম॥
গমনো কালেতে, কংসেরো রাজ্যেতে,
রাহু যেন আসি শশী ঘেরিলো।

অন্তরা।

তাই জান্‌তে এসেছি, বল্‌তে এসেছি,
বল্‌তে হবে তোমারে।
কিসে এমন হোলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম,
হায় হায় কি কালো দংশিলো রাধারে॥

চিতেন।

যে দিন হইতে মথুরাতে, করিলে পদার্পণ।
সেই হোতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন॥
তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হোলো।
কুলে কালী, মানে কালী, ছিল রূপ তাও কালী হোলে
সে যে তেজে তাম্বুল বেণী, ওহে চিন্তামণি,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিশালো।

মহড়া।

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন হরি।
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরি।
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরি।

কেনে গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা বাজাতেছে বাঁশরি।।

চিতেন।

বিধাতা সাজালেম শ্যামে অতি চমৎকার।
বারো একো সাধো ছিল, শ্রীমতী রাধার।।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে তুলসীর মঞ্জরী।।

অন্তরা।

হায় কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হলো বঁধুরে পাইয়ে।

চিতেন।

কোকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্।
কমলে বসিয়ে অলি করে মধুপান্।।
আনন্দে মগন হোয়ে নৃত্য করে ময়ূরী।।

মহড়া।

সখি এই বুঝি সেই রাধার মনোচোর,
নটবর বংশীধারী।
তেজে সেই বৃন্দাবন্, শ্যাম এলেম এখন, মধুপুরী।
আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে,
কোরে নিলে চিত্তোচুরি।

চিতেন।

মথুরা নাগরী কহিছে সবে, কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রূর সহিতে, কে এলো রথে,
কালো রূপে আলো করি।

অন্তরা।

শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই,
দেখিলাম আজ নয়নে।
আঁখি মনেরো বিবাদ আমার ঘুচে গেল এত দিনে।

চিতেন।

এত গুণো রূপো না হোলে সখি,
গুণময় হয় কি হরি।
এমন মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি ॥

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

কমলিনী কুঞ্জে কি কর।
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো ॥
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ, নন্দের ভেরী বাজিলো।

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো।

মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে,
অক্রূর আইলো ॥

অন্তরা।

এ শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী
বলে ব্রজেতে।
সে শ্যাম সুন্দর, মথুরা নগরে যাবে নিশি প্রভাতে।

চিতেন।

সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী,
ত্যেজে গোকুলো।
নিধুবনে রাধা রাধা বোলে, কে বাঁশী বাজাবে বলো।

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিণী কোরে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে।
দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই,
যে জন্যে গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আরো মায়াতে
ব্রহ্মার মন ভুলালে।

অন্তরা।

হায় দেখ প্রাণ সখি,
যোগিজন যারে সদা করে ধ্যান্।
যাহারো বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান্।
যার বেণুরবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে, হরপার্ব্বতী,
আসিতেন্ এই গোকুলে।

অন্তরা।

হায়, ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি তাহা প্রণিধান্।
যাহার গুণে পশু পক্ষির, ঝরিতে দুটি নয়ান্॥

চিতেন।

সীতা উদ্ধারিতে যেজন, ছলেতে ভাসালে শিঃ
যার পদ রেণু পরশে দেখো,
অহল্যা মানবী দেহ পেলে।

অন্তরা।

হায়, সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের
সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হোলেন বলি রাজার দ্বারেতে দ্বারী॥

চিতেন।

হিরণ্য বধিতে যেজন, নৃসিংহ রূপ ধরিলে।

প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকেরি
স্তম্ভে দেখা দিলে।

অন্তরা।

হায়, ত্রিপুরারি যার নাম, জপে অবিশ্রাম,
দিবা রজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি।

চিতেন।

শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে।
মৈত্র ভাবে যেজন কোরেছিল কোলে,
গুহক চণ্ডালে ॥

মহড়া।

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার ॥
ওহে ব্রজহরি, মরে রাধাপ্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার।

চিতেন।

দীনবন্ধু দুখোভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলে হে, হেন নিদারুণো।
ভুলাইতে পারো, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো,

রাধার ভার কি হোলো এত ভার ॥

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্র রায়। হের না ও বয়ান।
রেখো সখি, ছুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলোমান ॥

চিতেন।

নবঘন শ্যাম রূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান।
মোজনা রূপসি, কালো শশি দেখে রূপবান।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে।
উভয়েতে হেরি গিয়ে, ঘুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়।
মনেরো তিমিরো যাবে মনো মিলনে।

চিতেন।

সাজ গো সাজ গো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতা, আরো ললিতে।
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন।।
রাধা বোলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে।
(অসম্পুর্ণ)

মহড়া।

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার।
শুনরে কোকিলে শুন শুন,
বলি শুন মিনতি আমার।
হরি হারা হোয়ে আছো মৌনে বসিয়ে,
মধুর্ রবো শুনিনে যে আর।

চিতেন।

এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রোয়েছ কেন ওরে কোকিলো।
হরি গুণো গানো, পিক কররে এখন্,
শুনে প্রাণো জুড়াক শ্রীরাধার।
(অসম্পুর্ণ)

বিরহ।

মহড়া।

সই, কি কোরেছ হায়!
তোমারো সরলো প্রাণ সঁপেছ কাহায় ॥
চেননা উহারে প্রাণো সখিরে,
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,
ঐ শঠ জনো, পীরিতি কোরে।

চিতেন।

নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণ সখি,
পোড়েছ যে দেখি, বিষম ফেরে।
হৃদয় মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান,
পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে ॥
তুমিলো যেমনো, রমণী সুজনো,
তোমার এগুণো কেবা বুঝিবে।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

পীরিতি নগরে বিষমো সখি,
মনোচোরেরা যে ভয়।
বসতি ইহাতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়।

চিতেন।

সন্ধানো করিয়ে মনোচোর,
ভ্রমিছে নগরময়।
কুলেরো বাহিরো হোওনা, থেকো
সাবধানে লো সদায়॥
(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

প্রেয়সি তোমার প্রেমধার আমি শুধিলে কি তাহ
শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি।
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো,
পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন।

মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,
লইলাম প্রেম করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে,
লাভেমূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি॥
(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে॥

চিতেন।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত।
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে।

অন্তরা।

হায় যে দিগে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে বসিতে না পায়॥

চিতেন।

হায়! গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির ত্নটি নয়নে।
অলিরো ত্নর্গতি দেখি হাসে তপনে।

মহড়া।

আমার মনো চাহে যারে, তাহারো রূপ নিরখিতে
ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণো প্রেয়সী।
নয়নো চকোর, পিয়ে সুধা যারো
সেই জনো তার শরদ শশি।

চিতেন।

তব বিধুমুখো হেরিয়ে আমার ঘুচিল মনের
তিমির রাশি।

সে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে, সুখ সিন্ধুনীরে
অমনি ভাসি।
হায় কাল কলেবরো, দেখিতে ভ্রমরো,
তাহে ষট্‌পদো কুৎসিত অতি।
এ তিন ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীরো মন তাহার প্রতি॥

মহড়া।

পীরিতে সই, এমন্ বিবাগী হই,
ভাবি তারো সুখ নিরখিব না।
এ মুখো তারে দেখাব না॥
বিরহে প্রাণ্ গেলে, তবু কথা কব না।
পুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো,
তখনো সে মনো থাকে না।

চিতেন।

সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে,
হইলো বিধিরো ঘটনা।
অন্তরে সদা ঔদাস্য, দিবা নিশি ঐ ভাবনা॥
সখি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,
কালী হোলো দেহ দেখনা।

—•০—

মহড়া।

আমি তো সজনি জানি এই,
যে ভালোবাসে ভাল বাসি তায়।
পরেরি সনে কোরে প্রণয়।
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয়।

চিতেন।

... ...

অন্তরা।

আমারে যেজন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতে সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,
বিনা মূলে তার দাসী হই॥

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

কোথা রে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেলো।
নবীন কালে দেহে ছিলে,
প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হোয়ে হারা, হোয়েছি কাতরা,
আপন্ বঁধু এখন্ পরের হোলো।

চিতেন।

নবীন বয়সে, রঙ্গরসে, দিনে দেখা
হোতো শত বার।
নীরস নলিনী বোলে এখন্ ভ্রমর চায় না
ফিরে একবার।
আগে প্রাণ হোলো, তার পরে হোলো
যৌবন ঘটনা।
বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল,
প্রাণ্ তো গেল না।
আমি কি ছিলেম, কি হোলেম,
আরো বা কি হই, অনুতাপে তনু শুখালো।
(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মান।
দেখি আমায় কেমন্ তুমি ভাল বাসো প্রাণ॥
মনে আমার একবারো, নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান।

চিতেন।

তুমি বল প্রেয়সি আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহ বাস, নাহি কোন দিন।

প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যত্য,
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ।

মহড়া।

পরাণো থাকিতে প্রেয়সী তোমারে কি
তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাব সুন্দরি।
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো, ইহারো কারণো,
বুঝিতে নারি।

চিতেন।

ছলো ছলো করে নয়নো, দেখে প্রাণো
ধরিতে নারি।
কি দুখ ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখো মলিনো করি॥

গোজলা গুঁই।

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুম আমার তায় রতন মণি।

তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ্ তুমিলো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ।।

—•◦|◦•—

কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার ।*

———

মহড়া ।

হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম্ করিলে ।।
হইয়ে ভুপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

চিতেন ।

শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ্, এখন্ কোথা লুকালে।
মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে,
গোপো গোপীকুলে, গোকুলে অকুলে ভাসায়ে দিলে ।।

(অসম্পূর্ণ ।)

---

* কেষ্টা মুচি ।

লাল্লু নন্দলাল।

—oo—

মহড়া।

হোলা এই সুখো লাভ পীরিতে।
চিরদিন্ গেল কাঁদিতে॥

চিতেন।

হোয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে না যাবে কুল্।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতাল কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পাসালো,
তরণি লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা।

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে,
শরণো লইলাম্ যার্।
তবু তার মন্ পাওয়া সখি, আমার হোলো ভার্॥
না পূরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো,
মিছে পরিবাদো জগতে॥

—

নীলমণি পুটুনি।

মহড়া।

আর সহেনা কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর,
ডাকিস্ নে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুন রে নিরদয়, এত সুখের সময় নয়,
প্রাণে মর্বে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নো জলে।
হোয়ে কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল, কি গোপ গোপীকুল,
পশু পক্ষকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল।
তেজে বকুল মুকুল, অধীর অলিকুল সব,
কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে।

চিতেন।

বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহিনী, কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী,
ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে।

অন্তরা।

এমন দুখের সময়, কোকিল পক্ষিরে,
কেনে তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে ॥

চিতেন।

অধরা ধরাসনে পোড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় স্বাপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বধিস্‌নে কুল জা, সম্মুখ থেকে যা,
দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল দেখ্‌লি তো স্বচক্ষে,
মরণের অপক্ষে আর নাই,
হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত্যু সকলে।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

কও কথা বদন তোলা হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম্ অপার্য্যে,
তোমার কংস রাজ্যে অংশ লোতে আসি নাই ॥

অধোমুখে যদি থাক শ্যাম, কুবুজার দোহাই।
তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,
কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য।
তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য,
যেন সর্ব্বস্ব লোতে এলেম্ ভাব্‌ছো তাই।।

চিতেন।

রঙ্গিণী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা,
বাক্য ছলে কৃষ্ণে কয়।
ছিলে নব্য রাখাল, হোলে ভব্য ভুপাল,
সভ্য এখন কংসালয়।
আমার এই দশা আমি এখন সেই বৃন্দে,
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
পারোতে চিন্তে, কেন নচিন্তে,
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই।

সাতুরায়।

মহড়া।

তাই সুধাই গো সুধামুখি রাই তোমায়।
হোয়ে বিবাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়।।

ও যে ধন্য ষট্পদ অন্য দিগে নাহি চায়।

কতো প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,

তাহে সুখে নাহিকো ভুঞ্জে,

পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,

মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায়।।

চিতেন।

ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,

রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।

ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,

চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়।

ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ,

পদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ।

ও যে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ,

পদপঙ্কজ রজ মাখে গায়।

অন্তরা।

ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য,

এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।

হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার।

অরণ্যের অলি বলো, কি জন্যে ব্যাকুলো,

অন্যে শুধালে না কয়।

অতি কুণ্ঠিতেরো প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
কল্লে তবাঙ্গে আশ্রয় ॥
ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে,
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে।
করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায়।

হরুঠাকুর।

(অনবধানতা প্রযুক্ত হরু ঠাকুরের এই গানটী যথা স্থানে মুদ্রিত হয় নাই)

মহড়া।

রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায় ॥
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণো যায় ॥

চিতেন।

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমারে সেই ভয়।

গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোকো গঞ্জনায় ।।

অন্তরা।

হায়, কত জনে কত, বলেছে নাথো,
মোরে থাকি মরমে।
বদমো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে।

চিতেন।

হায়! কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়।

অন্তরা।

হায়! হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে,
সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা, তথাপি,
লোকে জানে ।।

চিতেন।

হায়! পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়।

কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,

ব্যাপিলো জগতোময় ।।

—০০—

সমাপ্তঃ ।